

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্ম সংস্থান সহায়তা(ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্প  
এর  
সারসংক্ষেপ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| প্রকল্পের নাম                      | : দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্ম সংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় প্রকল্প  |
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ          | : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা              | : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)   |
| পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ: | কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ   |
| প্রকল্পের উদ্দেশ্য                 | : পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধা-বঞ্চিত ও বেকার মহিলাদের দারিদ্রতা হ্রাস এবং কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণসহ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নয়ন। |

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে

- প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রাপ্ত সুফলভোগী সদস্যদের বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয় জুন ২০২৬ সনের মধ্যে ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ;
- জুন, ২০২৬ সনের মধ্যে মহিলা সুফলভোগী সদস্যদের গড় মাথাপিছু ৩০০০.০০ টাকা এবং স্কুলগামী কিশোরীদের গড় মাথাপিছু ৫০০০.০০ টাকার নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা;
- সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত স্কুলগামী কিশোরীদের শতভাগ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকরণ;
- ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধিসহ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ক) শুরুর তারিখ    | : জুলাই, ২০২১ খ্রি: |
| খ) সমাপ্তির তারিখ | : জুন, ২০২৬ খ্রি:   |

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

|       |                      |
|-------|----------------------|
| মোট   | : ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা |
| জিওবি | : ৩৪৬৫৫.০৭ লক্ষ টাকা |

## প্রকল্প এলাকা

খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের ১৭ জেলার ৫৯ উপজেলা।

| ক্র: নং | বিভাগ     | ক্র: নং | জেলা        | উপজেলা  | মন্তব্য |
|---------|-----------|---------|-------------|---|---------|
| ১       | খুলনা     | ১       | যশোর        | ১) যশোর সদর, ২) অভয়নগর, ৩) ঝিকরগাছা, ৪) বাঘারপাড়া, ৫) চৌগাছা, ৬) কেশবপুর, ৭) মনিরামপুর, ৮) শার্শা |         |
|         |           | ২       | নড়াইল      | ৯) নড়াইল সদর, ১০) কালিয়া, ১১) লোহাগড়া  |         |
|         |           | ৩       | ঝিনাইদহ     | ১২) হরিণাকুন্ডু, ১৩) ঝিনাইদহ সদর, ১৪) কোটচাঁদপুর, ১৫) মহেশপুর, ১৬) কালীগঞ্জ, ১৭) শৈলকুপা            |         |
|         |           | ৪       | মাগুরা      | ১৮) মাগুরা সদর, ১৯) শ্রীপুর, ২০) শালিখা, ২১) মোহম্মদপুর   |         |
|         |           | ৫       | খুলনা       | ২২) কয়রা, ২৩) বটিয়াঘাটা, ২৪) দাকোপ, ২৫) পাইকগাছা,   |         |
|         |           | ৬       | বাগেরহাট    | ২৬) বাগেরহাট সদর, ২৭) কচুয়া, ২৮) চিতলমারী, ২৯) রামপাল  |         |
|         |           | ৭       | সাতক্ষীরা   | ৩০) সাতক্ষীরা সদর, ৩১) কলারোয়া, ৩২) দেবহাটা, ৩৩) কালীগঞ্জ  |         |
|         |           | ৮       | চুয়াডাঙ্গা | ৩৪) চুয়াডাঙ্গা সদর, ৩৫) জীবননগর  |         |
|         |           | ৯       | মেহেরপুর    | ৩৬) মেহেরপুর সদর, ৩৭) মুজিবনগর, ৩৮) গাংনী   |         |
| ২       | বরিশাল    | ১০      | বরিশাল      | ৩৯) আঁগেলঝাড়া, ৪০) বাবুগঞ্জ, ৪১) গৌরনদী, ৪২) মুলাদী  |         |
|         |           | ১১      | পটুয়াখালী  | ৪৩) বাউফল, ৪৪) দশমিনা, ৪৫) দুমকী, ৪৬) কলাপাড়া,   |         |
|         |           | ১২      | পিরোজপুর    | ৪৭) নাজিরপুর, ৪৮) মঠবাড়িয়া, ৪৯) কাউখালী, ৫০) পিরোজপুর সদর   |         |
|         |           | ১৩      | বরগুনা      | ৫১) বামনা   |         |
|         |           | ১৪      | ভোলা        | ৫২) মনপুরা  |         |
|         |           | ১৫      | ঝালকাঠি     | ৫৩) ঝালকাঠি সদর   |         |
| ৩       | চট্টগ্রাম | ১৬      | নোয়াখালী   | ৫৪) নোয়াখালী সদর   |         |
| ৪       | রংপুর     | ১৭      | রংপুর       | ৫৫) মিঠাপুকুর, ৫৬) পীরগঞ্জ, ৫৭) কাউনিয়া, ৫৮) গজাচড়া, ৫৯) পীরগাছা                                  |         |

## প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশে দারিদ্রের হার বিশ্বের মোট দারিদ্রের ৫% এবং দারিদ্রের ঘনত্ব বিশ্বের জনসংখ্যার ২%। দারিদ্রের কারণসমূহের মধ্যে বেকারত্ব অন্যতম। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার হার খুবই কম। যার ফলে অপর্ধ্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ অপুষ্টি, সামাজিক বঞ্চনার মত সমস্যাসহ তাদের জীবন যাত্রার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের অনেক নিম্নসীমায় অবস্থিত। বর্তমানে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র হ্রাস এবং আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন সরকারের একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০১৮ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর এক তথ্য অনুযায়ী ২১.৮% লোক দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে এবং এদের মধ্যে ১১.৩% লোক অতি দরিদ্র। তাই দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

১৯৯৭ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশোর সফরকালে ঐ অঞ্চলের নারীদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণার প্রেক্ষিতে “দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি” (দমআক) শীর্ষক প্রকল্পটি বৃহত্তর যশোরের ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় জুলাই/১৯৯৮- জুন/২০০৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়িত দমআক প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর (রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক) জনসাধারণ কর্তৃক প্রকল্পটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হয়। পরবর্তিতে আইএমইডি সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশের প্রেক্ষিতে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের

১৫টি জেলার ৫৯ টি উপজেলায় বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন আঞ্জিকে “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্ম সংস্থান সহায়তা প্রকল্প” সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন এবং প্রকল্প হতে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মহিলাদের দরিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম টেকসই করা এবং অধিক হারে সুফলভোগীদের সেবা প্রদানের স্বার্থে উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ তহবিল বৃদ্ধি এবং পৃথকভাবে উদ্যোক্তা ঋণ তহবিলের সংস্থান করে বিনিয়োগের মাধ্যমে সুফলভোগী নারীদের অধিক কর্ম সংস্থান সৃষ্টির সুযোগ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ভালো অনুশীলন (Good Practice), সেকেন্ডারী ডাটা/তথ্য এবং আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ডিজাইন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নারী ও কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ আত্মকর্ম সংস্থান ক্ষমতায়ন এবং সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখবে।

### প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে উপকারভোগী(মহিলা ও কিশোরী) নির্বাচন
- মহিলা উপকারভোগীদের সমন্বয়ে মহিলা সমিতি গঠন এবং স্কুলগামী কিশোরীদের সমন্বয়ে কিশোরী সংঘ গঠন;
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও তার যথাযথ ব্যবহার
- কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদান;
- মহিলা উপকারভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ
- ক্ষুদ্র ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- আইসিটি কার্যক্রম
- নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/সম্প্রসারণ, মেরামত ও আধুনিকায়ন;
- অন্যান্য কার্যক্রম- বিপণন, আইনি সহায়তা এবং সামাজিক উন্নয়ন।

### প্রশিক্ষণ

| ক্র নং | বিবরণ  | সদস্য সংখ্যা |
|--------|--|--------------|
| 01     | সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের দীর্ঘ মেয়াদী আইজিএ প্রশিক্ষণ (সেলাই ও এ্যামব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটি পার্লার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মা ও শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ)। | ৪০০০ জন      |
| 0২     | সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী আইজিএ প্রশিক্ষণ (হাঁস মুরগী পালন, গাভী পালন, গরু মোট তাজাকরণ, মাশরুম চাষ, চিংড়ী/কাঁকড়া চাষ, মৎস্য চাষ, বিদেশি সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট ও অন্যান্য)                           | ২৫০০০ জন     |
| 03     | সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (নেতৃত্ব বিকাশ ও নারী উন্নয়ন)   | ১১৮০০ জন     |
| 04     | সুফলভোগী মহিলা সদস্যদের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ  | ১৭৬০ জন      |

| ক্র নং | বিবরণ   | সদস্য সংখ্যা |
|--------|---|--------------|
| 05     | সুফলভোগী কিশোরী সদস্যদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ<br>(বাল্য বিবাহের কুফল, নারী নির্যাতন যৌতুক বিরোধী, ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয়সহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ) | ১১৮০০ জন     |
| 0৬     | কর্ম কর্ত ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ   | 1960 জন      |
|        | সর্ব মোট  | 44540 জন     |

### প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তা (যন্ত্রাংশ অনুদান)

| ক্র নং | সামগ্রীর বিবরণ  | সংখ্যা (টি) |
|--------|---|-------------|
| 1      | সেলাই মেশিন   | ১200        |
| 2      | মোবাইল সাভিসিং উপকরণ<br>(হট এয়ার গান, ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, এ্যাভোমিটার, টুলস বক্স, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি)।                | 150         |
| 3      | বিউটি পার্লামে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ<br>(হেয়ার ড্রায়ার মেশিন, অটো হেয়ার কাট মেশিন, টুলস বক্স ইত্যাদি)।                      | 400         |
| 4      | স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ<br>(র্লাড প্রেসার মাপার মেশিন, ডায়াবেটিকস মাপার যন্ত্র, নেভুলাইজার মেশিন, ফাস্ট এয়াইড বক্স ইত্যাদি)। | ৩০০         |
| 5      | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উপকরণ<br>(জার/কন্টেইনার এয়ার টাইট সিল মেশিন, কেমিক্যাল ইত্যাদি)  | 1200        |
|        | মোট   | ৩২৫০        |

### ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা

মহিলা উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণোত্তর লব্ধ ধারণা ও দক্ষতা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইজিএ/প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টিসহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্বল্প সেবামূল্যে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। সেবামূল্য আদায়ের হার ৪%। প্রকল্প মেয়াদে মোট মহিলা সুফলভোগীর 7০ ভাগ অর্থাৎ ৪২,৬0০ জন-কে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান বাবদ জন প্রতি ৩0,০০০.০০ টাকা হতে ১,০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্প প্রস্তুতিতে মোট মহিলা সুফলভোগীর ৭০ ভাগ অর্থাৎ ৮২,৬০০ জন-কে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

### উদ্যোক্তা ঋণ

প্রকল্পের যে সকল সদস্য ক্ষুদ্র ঋণ সফলভাবে বিনিয়োগ করে তাদের দারিদ্র বিমোচনসহ স্বকর্ম সংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন/হয়েছেন তাদের কর্ম কান্ডকে সম্প্রসারিত করে এর মাধ্যমে অন্য সদস্যদের দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থান এর সুযোগ তৈরীসহ ক্ষুদ্র খামার/প্রতিষ্ঠান/শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী উপকারভোগীদের উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রথম পর্যায় ১,২৫,০০০.০০-৩,০০,০০০.০০ টাকা, তবে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০.০০ টাকা

উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হবে। উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য উদ্যোক্তা ঋণের সার্ভিস চার্জ ক্ষুদ্র ঋণ এর ন্যায় ৪.০০%। উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্য কর্তৃক সর্ব মোট ব্যয়সহ প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত প্রতি উপজেলায় গড়ে ৩০ জন করে ৫৯ উপজেলায় সর্ব মোট ১৭৭০ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হবে।

### স্কুলগামী কিশোরীদের সংগঠিতকরণ, সঞ্চয় তহবিল গঠন এবং সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র সঞ্চয় এর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে কারণে প্রকল্পের আওতায় হাইস্কুলগামী কিশোরীদের কিশোরী বয়স হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় তহবিল গঠনের আগ্রহ ও অভ্যাস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলার ০২টি করে সর্ব মোট ১১৮টি হাইস্কুলে ১১৮টি কিশোরী সংঘ এর মাধ্যমে সর্ব মোট ১১৮০০ জন কিশোরীকে সংগঠিত করে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। কিশোরীদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত হারে মাসিক ভিত্তিতে সঞ্চয় সংগ্রহ এবং সংগৃহীত সঞ্চয়ের উপর নিম্নোক্ত হারে সঞ্চয় প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

- মাসিক ন্যূনতম ৫০.০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০০.০০ টাকা হারে সঞ্চয় সংগ্রহপূর্বক তহবিল গঠন
- সরকার হতে জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর বছর ভিত্তিক দ্বিগুন হারে উৎসাহ বোনাস প্রদান;

শর্ত থাকে যে, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সঞ্চয় উত্তোলন করকৈতিনি সরকার হতে কোন উৎসাহ বোনাসের অর্থ পাবেন না। আরও শর্ত থাকে যে, কোন কিশোরী/কিশোরীর অভিভাবকগণ সরকারী আইন অমান্য করে বাল্য বিবাহ করলে/দিলে তার ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সরকার হতে কোন বোনাসের অর্থ পাবেন না। তবে উভয় ক্ষেত্রে তার নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর বছর ভিত্তিক ব্যাংক রেটে লভ্যাংশসহ প্রাপ্য হবেন।

### কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণঃ

উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হাই স্কুল প্রতি গড়ে ১০০ জন কিশোরীদের সমন্বয়ে কিশোরী সংঘ নামে একটি সংগঠন থাকবে। উক্ত সংঘ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকবে। উক্ত সংঘের মাধ্যমে কিশোরীদের সংঘবদ্ধ করে সামাজিক সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহের কুফল, নারী নির্যাতন যৌতুক বিরোধী, ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয়সহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হলে গ্রাম পর্যায়ে বাল্যবিবাহসহ সকল সামাজিক অবক্ষয় তারা নিজেরাই প্রতিরোধ করতে সক্ষমতা অর্জন করবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি স্কুলে প্রতিমাসে ২ ঘন্টা ব্যাপী সামাজিক সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান বাবদ প্রতি জনের বিপরীতে ১৫০ টাকা হারে সংস্থান রাখা হয়েছে। হাইস্কুলগামী কিশোরীদের সংগঠিত করে সফলভাবে এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে গ্রাম পর্যায়ে এধরনের সামাজিক অবক্ষয় প্রায় শতভাগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। একই সাথে উক্ত প্রশিক্ষণে কিশোরী বয়স হতে নিজস্ব সঞ্চয় জমার মানসিকতা সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনের জন্য উদ্ভুদ্ধকরণ করা হবে। প্রশিক্ষণে কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য কনিকাসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণে জনপ্রতিনিধিসহ উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মেডিক্যাল অফিসার, পুলিশ প্রশাসন, শিক্ষক, বিচার প্রশাসন ও এনবিডি'র বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ রিসোর্স পার্সন হিসেবে কিশোরীদের সাথে সরাসরি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সংজ্ঞা সংযোগ স্থাপনে সুযোগ ঘটবে।

## আইসিটি কার্য ক্রম

- ১ম পর্যায়ের ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে মাইক্রো-ফাইন্যান্স সফটওয়্যারের মাধ্যমে আইসিটি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
- প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যক্রমের বিতরণ, আদায়, সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ, কিস্তি খেলাপী, মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ইত্যাদি সহজে ও নির্ভুলভাবে যে কোন স্থান হতে মনিটরিং ব্যবস্থা রাখার সুযোগ সৃষ্টি;
- Mobile Apps এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের উপস্থিতিতে গ্রাম পর্যায় থেকে তাদের সকল আর্থিক লেনদেনের ডাটা এন্ট্রির সুযোগ সৃষ্টি;
- মোবাইল/এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিজস্ব মোবাইলে সরাসরি ঋণের অর্থ প্রেরণ এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধ;
- মোবাইল/এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কিশোরীদের সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন;
- এইচআর মডিউল এর মাধ্যমে দক্ষ কর্মী ব্যবস্থাপনা, ট্রেনিং মডিউল এর মাধ্যমে সুফলভোগী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সম্পাদন;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইন শপিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।